

ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

স-১০৪৬

আগরতলা, ১৩ জুন, ২০২৬

ইসিআই (ECI) মিডিয়া ও যোগাযোগ কর্মকর্তাদের জন্য একদিনের সম্মেলনের আয়োজন করেছে

১। **ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI)** মিডিয়া ও যোগাযোগ কর্মকর্তাদের জন্য একটি একদিনের সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে দেশের সব ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে মিডিয়া নোডাল অফিসার (MNO) এবং সোশ্যাল মিডিয়া নোডাল অফিসার (SMNO) অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও, যেসব রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনার (Special Intensive Revision) তৃতীয় ধাপ চলছে এবং যেসব রাজ্যে শীঘ্রই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, সেখানকার জেলা মিডিয়া নোডাল অফিসার ও জেলা জনসংযোগ কর্মকর্তারাও (District PROs) উপস্থিত ছিলেন।

২। এই কর্মসূচিতে ৩৫০ জনেরও বেশি মিডিয়া ও যোগাযোগ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ছিলেন মিডিয়া নোডাল অফিসার (MNO), সোশ্যাল মিডিয়া নোডাল অফিসার (SMNO), জেলা মিডিয়া নোডাল অফিসার এবং জেলা জনসংযোগ কর্মকর্তারা।

৩। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) **জ্ঞানেশ কুমার**, নির্বাচন কমিশনার **ড. সুখবীর সিং সান্দু** এবং **ড. বিবেক যোশী**।

৪। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন যে, সম্প্রতি পাঁচটি রাজ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে স্বাধীনতার পর থেকে নজিরবিহীন জনঅংশগ্রহণ দেখা গেছে। তিনি আরও বলেন, কর্মকর্তাদের নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের যোগাযোগ সমন্বয়যোগ্য, সহজবোধ্য এবং তথ্য ও আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

৫। তাঁর বক্তব্যে নির্বাচন কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্দু বলেন, যোগাযোগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কার্যক্রমের পরিমাণ নয়, তার প্রভাবের ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনার ড. বিবেক যোশী বলেন, কমিশনের নিয়ম, নির্দেশনা ও নির্দেশিকাগুলো সাধারণ মানুষের কাছে সহজে বোধগম্য আকারে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৬। সম্মেলনের শুরুতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে—ভোটের তালিকা থেকে ভোটগ্রহণ পর্যন্ত—যোগাযোগ কৌশল, ECINET, গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিধান, আইন, সাম্প্রতিক সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা এবং সেগুলোর সঙ্গে গণমাধ্যমের সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। এছাড়া প্রেস বিজ্ঞপ্তি পরিকল্পনা ও তা গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার, ভূয়া তথ্য ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা মোকাবিলা, ভোটের সচেতনতা ক্লাব (ELCs)-এর মাধ্যমে তরুণ ভোটারদের সম্পৃক্ত করা এবং নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগসমূহ জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া নিয়ে ব্যবহারিক সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

৭। একদিনব্যাপী এই সম্মেলনে সম্প্রতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া রাজ্যগুলোর কর্মকর্তারা তাদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করেন এবং বিভিন্ন সফল উদ্যোগ ও উত্তম চর্চা (Best Practices) সম্পর্কে আলোচনা করেন।

৮। অধিবেশনগুলোর শেষে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সভাপতিত্বে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কমিশনের একটি প্রশ্নোত্তর (Q&A) পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।
